

কুণ্ডলিনীস্তবঃ

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কুণ্ডলিনী হলেন শবিরে অন্তঃস্থতি চদি-শক্তি, যিনি মূলাধার—কুলকুঠীতে সর্পাকৃতি হয়ে সুপ্ত অবস্থায় বশিরাম নেন। কিন্তু তিনি নসিতরংগ নন, এক মুহূর্তে জীবনের স্থূল সীমাকে অতিক্রম করে তজে, বুদ্ধি, জ্ঞান, বাক্ এবং আনন্দে নবজন্ম দান করেন। যখন সাধক তাঁর প্রতিষ্ঠিত করে, তখন দেবী কবেল কানে শোনা শব্দ নন, তখন তিনি বীজতরংগ, কম্পন, নাদ, চৈতন্যস্তরে পরবর্তন, মনঃসংস্কারে রূপান্তর।

এই কুণ্ডলিনীস্তবঃ রুদ্রয়ামলে নরিশেষে তিনটি স্তরে কার্যকর:

- (১) মনঃশুদ্ধি,
- (২) নাড়িপিত্তশুদ্ধি,
- (৩) চৈতন্যোন্মেষ।

এর প্রত্যেকেটি শ্লোক কুণ্ডলিনীর ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রকাশ করে। কোথাও তিনি রক্তাভামৃত, কোথাও অমৃতচন্দ্রিকা, কোথাও গ্রন্থভিদেনী, আবার কোথাও মায়াকর্যার অতসুক্ক্ষ্ম ন্যূনতরগী।

এই স্তব সেই চরিত্তন শক্তিমার্গে দ্বার উন্মুক্ত করুক। আর পাঠক ভক্তচিত্তে উপলব্ধি করুন, দেহেই ব্রহ্মমন্দরি, নাড়িই তার অলিন্দ, আর কুণ্ডলিনীই সেই জীবন্ত মহাশক্তি, যিনি নিজেকে উপলব্ধ করতে চরিত্তবস্ত।

কুণ্ডলিনীস্তবঃ - রুদ্রয়ামলোত্তরতন্ত্রান্তরগতম্

॥ কুণ্ডলিনী-স্তুতি-স্তোত্রঃ ॥

জন্মোদ্ধার নরীক্ষণীহতরুণী বদোদবীজাদমি

নতিং চৈতসি ভাব্যত ভুবিকদা সদ্বাক্য সঞ্চারণী।

মাং পাতু প্রিয়দাস ভাবকপদং সঙ্ঘাতয়ে শ্রীধরা

ধাত্রি ত্বং স্বয়মাদদে বনতি দীনাতদিনং পশুন্ ॥ ৬-২৯ ॥

রক্তাভামৃত চন্দ্রিকা লপিময়ী সর্পাকৃতিরিন্দ্রিতি

জাগ্রৎ কূর্মসমাশ্রিতা ভগবতি ত্বং মাং সমালোকয়।

মাংসোদগন্ধ কুগন্ধদোষ জডতিং বদোদকার্যাবতিং

স্বল্পান্যামল চন্দ্রকোটী করিণৈরনতিং শরীরং কুরু ॥ ৬-৩০ ॥

সদ্বিধার্থী নজিদোষবৎ স্থলগতবিব্যাজীত বদ্যিযা

কুণ্ডল্যা কুলমার্গমুক্ত নগরী মায়াকুমারগঃ শ্রিয়া।

যদ্যবেং ভজতি প্রভাতসময়ে মধ্যাহ্নকালহেথবা

নতিং যঃ কুলকুণ্ডলী জপ পদাম্ভোজং স সদিধো ভবেৎ ॥ ৬-৩১ ॥

বায়্বাকাশচতুর্দলহেতবিমিলে বাঞ্ছাফলান্যালকে

নতিং সম্প্রতি নতিদেহঘটতি শাঙ্কতেতি ভাবতি ।

বদ্যিকুণ্ডল মালিনী স্বজননী মায়াকর্যি ভাব্যত

যস্মৈতঃ সদিধকুলোদভবৈঃ প্রণতভিঃ সৎস্তোত্রকৈঃ শম্ভুভিঃ ॥ ৬-৩২ ॥

ধাতাশঙ্কর মোহিনী ত্রিভুবনচ্ছায়া পটোদগামিনী

সংসারাদি মহাসুখ প্রহরণী তত্রস্থতি যোগিনী।

সর্বগ্রন্থি বিভিদেনী স্বভুজগা সুক্ক্ষ্মাতসুক্ক্ষ্মাপরা

ব্রহ্মজ্ঞান বনিনী কুলকুটী ব্যাঘাতিনী ভাব্যত ॥ ৬-৩৩ ॥

বন্দে শ্রীকুলকুণ্ডলী ত্রবিলভিঃ সাঙ্গৈঃ স্বয়ম্ভুং প্রিয়ম্
 প্রাবেষ্ট্যাম্বরমার্গ চত্ৰিতচপলা বালাবলা নম্ৰিকলা।
 যা দেবী পরভিতি বদেবচনা সম্ভাবনী তাপনী
 ইষ্টানাং শরিসি স্বয়ম্ভু বনতিং সম্ভাবয়ামি ক্রিয়াম্ ॥৬-৩৪॥
 বাণীকোটী মৃদগ্গনাদ মদনানশ্রিণে কটোত্খিবনঃ
 প্রাণশৌরসরা শম্মিল কমলোল্লাসকৈ পূর্ণাননা।
 আষাটোদ্রব মঘেবাজ নয়িতৃবান্তাননা স্থায়িনী
 মাতা সা পরপিতু সূক্ষ্মপথগে মাং যোগনিং শঙ্করঃ ॥৬-৩৫॥
 ত্বামাশ্রতিয় নরা ব্রজন্তি সহসা বকৈণ্ঠকলৌসয়াঃ
 আনন্দকৈ বলিাসনীং শশি শতানন্দাননাং কারণাম্।
 মাতঃ শ্রীকুলকুণ্ডলী প্রিয়করে কালীকুলোদ্দীপনে
 তৎস্থানং প্রণয়ামি ভদ্রবনতি মামুদধর ত্বং পশুম্ ॥৬-৩৬॥
 কুণ্ডলী শক্তিমার্গস্থং স্তোত্রাষ্টক মহাফলম্।
 যতঃ পঠ্যে প্রাতরুত্থায় স যোগী ভবতি ধ্রুবম্ ॥৬-৩৭॥
 ক্షণাদবে হি পাঠনে কবনিথো ভবদেহি।
 পঠ্যে শ্রীকুণ্ডলো যোগো ব্রহ্মলীনো ভব্যে মহান্ ॥৬-৩৮॥
 ইতি তে কথতিং নাথ কুণ্ডলীকোমলং স্তবম্।
 এতৎস্তোত্র প্রসাদনে দেবেষু গুরুগীষ্পতিঃ ॥৬-৩৯॥
 সর্বদেবোঃ সদ্ভিষ্মিতাঃ অস্যাঃ স্তোত্রপ্রসাদতঃ।
 দ্বপিরার্দ্রং চরিঞ্জীবী ব্রহ্মা সর্বসুরেশ্বরঃ ॥৬-৪০॥
 ॥ ইতি ব্রুদ্রয়ামলোত্তরতন্ত্রান্তরগতে কুণ্ডলিনীস্তবঃ সম্পূর্ণম্ ॥
 নচি প্রত্যকেটি শ্লোকে অর্থ বর্ণনা করা হল □
 জন্মোদ্ধার নরীক্షণীহতরুণী বদোদবীজাদমি
 নতিং চতেসি ভাব্যতে ভুবিকদা সদ্ভাক্ষ সঞ্চারণি।
 মাং পাতু প্রিয়দাস ভাবকপদং সঙ্ঘাতয়ে শ্রীধরা
 ধাত্রি ত্বং স্বয়মাদদিবে বনতি দীনাতদীনং পশুম্ ॥৬-২৯॥

অর্থ:

হে দেবী কুণ্ডলিনী! তুমি জন্মের বন্ধন ছিন্নকারী, সকল শাস্ত্রের বীজশক্তি, নবযৌবনা প্রভা-ধারণী। যে সাধক তোমাকে হৃদয়ে নতি ধ্যান করে, তার বাক্ষ্য সত্য ও শক্তিময় হয়। হে আদিশক্তি, হে জগতধাত্রী, হে আদিদেবীর সহধর্মিণী! অতদীনরেও দীন□এই ‘পশু’ (অজ্ঞ) আমাকে রক্ষা করো।

রক্তাভামৃত চন্দ্রকি লপিময়ী সর্পাকৃতর্নদ্রিতি
 জাগ্রৎ কূর্মসমাশ্রতি ভগবতি ত্বং মাং সমালোকয়।
 মাংসোদগন্ধ কুগন্ধদোষ জডতিং বদোদকির্য়ান্ভতিং
 স্বল্পান্যামল চন্দ্রকোটী করিণৈর্নতিং শরীরং কুরু ॥৬-৩০॥

অর্থ:

তুমি রক্তাভা, অমৃত-চন্দ্রকি-দীপ্তিময়ী, সর্পাকৃততি কুণ্ডলী পাকানো, নদ্রিতি শক্তি। তুমি জাগ্রত হলে কূর্মনাড়ি মাধ্যমে শরীরে প্রণ-উদতি করো। হে দেবী! আমার দিকে দয়া করে চাও। আমার দেহে, যা মাংসের দুর্গন্ধ, অজ্ঞান, ও দোষে ভরা, তাকে তোমার কোটী চন্দ্রকিরণের মতো পবিত্র ও দীপ্তময় করে দাও।

সদ্বিধার্থী নজিদোষবৎ স্থলগতর্বিব্যাজীয়তে বদ্যিযা
 কুণ্ডল্যা কুলমার্গমুক্ত নগরী মায়াকুমার্গঃ শ্রিয়া।
 যদ্যবেং ভজতি প্রভাতসময়ে মধ্যাহ্নকালহেথবা

নতিং যঃ কুলকুণ্ডলী জপ পদাম্ভোজং স সদ্ধিহো ভবৎ ॥ ৬-৩১ ॥

অর্থঃ

সাধক যখন বদ্বিা দ্বারা নজিরে দোষ ও স্থূলগতকি জয় করে, তখন কুণ্ডলিনী শক্তির অকলুষ পথ উন্মুক্ত হয়, আর মায়ার কু-মার্গ লুপ্ত হয়। যবে ব্যক্তি প্রতদিনী সকালে বা মধ্যাহ্নে কুলকুণ্ডলী-শক্তির পদপদ্ম জপ ও ধ্যান করে, সে নঃসন্দহে সদ্ধি(যোগসদ্ধি) হয়।

বায়্বাকাশচতুর্দলহেতবিমিলে বাঞ্ছাফলান্যালকে

নতিং সম্প্রতি নতিদহেঘটতি শঙ্কতেতি ভাবতি।

বদ্বিাকুণ্ডল মালিনী স্বজননী মায়াক্রিয়া ভাব্যত

যস্টতঃ সদ্ধিকুলোদভবঃ প্রণতিভিঃ সৎস্তোত্রকটঃ শম্ভুভিঃ ॥ ৬-৩২ ॥

অর্থঃ

বায়ু—আকাশের অতিনির্মল চতুর্দল পদ্মে(বিশুদ্ধ চক্রে) তুমিনিতি বরাজ করো, সকল কামনাকে সদ্ধি করার শক্তিস্বরূপে। তুমি বদ্বিা-কুণ্ডল-মালিনী, মায়াক্রিয়া জননী। যসেব কুল-সদ্ধি যোগীরা তোমাকে ভজে, শবি স্বয়ং সেই মহাযোগীদের স্তুতি করেন।

ধাতাশঙ্কর মোহিনী ত্রিভুবনচ্ছায়া পটোদগামিনী

সংসারাদি মহাসুখ প্রহরণী তত্রস্থতি যোগিনী।

সর্বগ্রন্থি বিভিদেনী স্বভুজগা সুক্শ্মতসুক্শ্মাপরা

ব্রহ্মজ্ঞান বনিনী কুলকুটী ব্যাঘাতিনী ভাব্যত ॥ ৬-৩৩ ॥

অর্থঃ

হে শক্তি! তুমি ধাতা-ব্রহ্মা, শঙ্কর ও মোহিনীর (বিশ্ণুমায়ী) ত্রি-বৃত্ত শক্তি হিসেবে তনি লোককে আচ্ছন্ন করে আছেন। তুমি সংসার-মোহ ভদেকারী, মুক্তির দাত্রী যোগিনী। তুমি সকল গ্রন্থি (ব্রহ্মগ্রন্থি, বিশ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি) ছিন্নকারী, অতসুক্শ্ম, অতগুপ্ত, কুণ্ডলী-দেবী।

তোমাকে ধ্যান করলে জ্ঞান-সুখ উদয় হয়,

এবং শক্তির সমস্ত বাধা দূর হয়।

বন্দে শ্রীকুলকুণ্ডলী ত্রিবলিভিঃ সাঙ্গৈঃ স্বয়ম্ভুং প্রিয়ম্

প্রাবেষ্ট্যাম্বরমার্গ চিত্তচপলা বালাবলা নম্বেকলা।

যা দেবী পরভিতি বদেবচনা সম্ভাবিনী তাপিনী

ইষ্টানাং শরিসি স্বয়ম্ভু বনতিং সম্ভাবয়ামি ক্রিয়াম্ ॥ ৬-৩৪ ॥

অর্থঃ

আমি সেই কুলকুণ্ডলিনীকে বন্দনা করছি,

যনি ত্রিবলি(ইড়া—পংলা—সুষুম্নার তনি বল) দ্বারা সংবলতি, মনকে বায়ুর মতো চপল করে তোলে, বদে-উচ্চারতি তপশক্তির দেবী। আমি তোমাকে, হে স্বয়ম্ভু দেবী, সকল ইষ্টের মস্তকে প্রতিষ্ঠিত বলে ধ্যান করি।

বাণীকোটী মৃদঙ্গনাদ মদনানশ্রিণে কটধ্বনিঃ

প্রাণশৌর্যসা শমূল কমলোল্লাসকৈ পূর্ণাননা।

আষাটোদভব মঘেবাজ নিয়ুতধ্বান্তাননা স্থায়িনী

মাতা সা পরপিতু সুক্শ্মপথগে মাং যোগিনাং শঙ্করঃ ॥ ৬-৩৫ ॥

অর্থঃ

তোমার বাণী কটী মৃদঙ্গের নাদসম, কামনাশক্তি ও প্রাণশক্তির অগ্নি-স্রোত একত্রে তোমার মুখে পূর্ণ। আষাঢ়-ঘনমঘেরে বজ্রধ্বনির মতো, তুমি অজ্ঞতার অন্ধকার ভদে করো। হে যোগিনীদের শঙ্করী-মাতা! এই অতসুক্শ্ম সুষুম্নাপথে

গমনকারী আমাকে রক্ষা করো।

ত্বামাশ্রিত্য নরা ব্রজন্তি সহসা বকৈণ্ঠকলৌসয়োঃ

আনন্দকৈ বলিাসনীং শশি শতানন্দাননাং কারণাম্।

মাতঃ শ্রীকুলকুণ্ডলী প্রয়িকরে কালীকুলোদ্দীপনে

তৎস্থানং প্রণমামি ভদ্রবনতি মামুদধর ত্বং পশুন্ ॥ ৬-৩৬ ॥

অর্থ:

যারা তোমার আশ্রয় নেয়, তারা দ্রুত কলৌস ও বকৈণ্ঠসম উচ্চলোক অনুভব করে,

অর্থাৎ আনন্দ, নর্বাণ ও চদানন্দ লাভ করে। হে কালীকুলপ্রয়ি কুণ্ডলিনী-মাতা!

তোমার তেজে কালীকুল জাগ্রত হয়। আমি সেই পবিত্র আসনকে প্রণাম করি, হে

ভদ্রবনতি, আমাকে অজ্ঞতার ‘পশুত্ব’ থেকে উদ্ধার করো।

কুণ্ডলী শক্তিমার্গস্থং স্তোত্রাষ্টক মহাফলম্।

যতঃ পঠ্যে প্রাতরুত্থায় স যোগী ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬-৩৭ ॥

অর্থ:

যে কুণ্ডলিনী-মার্গস্থ এই অষ্টক-স্তব, প্রতদিনে ভোরে উঠে পাঠ করে, সে যোগী অবশ্যই সদ্ধি হয়।

ক্షণাদবে হি পাঠনে কবনিথো ভবদেহি।

পঠ্যে শ্রীকুণ্ডলো যোগো ব্রহ্মলীনো ভবৎ মহান্ ॥ ৬-৩৮ ॥

অর্থ:

মাত্র কষ্টক্షণ পাঠ করলেই মানব কবরিরাজ (কবতিশক্তধির) হয়ে ওঠে। আর যে

নয়িমতি পাঠ করে, সে ব্রহ্মলীন, মহান যোগী হয়ে যায়।

ইতি তে কথতিং নাথ কুণ্ডলীকোমলং স্তবম্।

এতৎ স্তোত্রপ্রসাদনে দবেষু গুরুগীষ্পতিঃ ॥ ৬-৩৯ ॥

অর্থ:

হে নাথ! তোমাকে আমি এই কোমল কুণ্ডলিনীস্তব বলছি। এই স্তোত্রের কৃপায়

দেবতাদের মধ্যেও পূজিত গুরু ও ঈশ্বরপতি হওয়া যায়।

সর্বদেবোঃ সদ্ধিযিতাঃ অস্যাঃ স্তোত্রপ্রসাদতঃ।

দ্বপিরার্দ্ধং চরিঞ্জীবী ব্রহ্মা সর্বসুরেশ্বরঃ ॥ ৬-৪০ ॥

অর্থ:

সকল দেবতা এই স্তোত্রের কৃপায় সদ্ধিশালী হন। ব্রহ্মাও দ্বপিরার্দ্ধকাল (অতি দীর্ঘ আয়ু) চরিঞ্জীবী, এই স্তবের প্রসাদে।

॥ ইতি রুদ্রয়ামলোত্তরতন্ত্রান্তর্গতে কুণ্ডলিনীস্তবঃ সম্পূর্ণম্ ॥

পরশিষে বলা যায় - কুণ্ডলিনীস্তব রুদ্রয়ামল-উত্তরতন্ত্রের অন্তর্গত এক

অপূর্ব শক্তিস্তোত্র। এখানে কুণ্ডলিনীকে কেবল যোগতত্ত্বের শক্তি হিসেবে

নয়, বরং জ্ঞান, শব্দ, অস্তিত্ব ও মুক্তির মূলচেনা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।